২৭/৪/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

ভোরের কাগজ

সম্পাদকীয়

ঢাকা শুক্রবার ১৪ বৈশাখ ১৪০৮
২৭ এপ্রিল ২০০১

এইচএসসি পরীক্ষায় নকল রো[ধ]

আরেকটি এইচএসসি পরীক্ষা আসছে। এতে নকল ও সহিংসতা [ক]তোখানি কার্যকরভাবে [ে]রোধ করা গেলো তার ওপর আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করে। নকল প্রবণতা এখন সর্বগ্রাসী আকার [ধ]ারণ করেছে। দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থেই সরকারকে ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে।

আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষার সময় এবার ব্যাপক সহিংসতার আশঙ্কায় ... কেন্দ্রে দুজন পরিদর্শককে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে নিয়োজিত রাখার সি[দ্ধান্ত] নেওয়া হয়েছে।

আগামী ১০ মে থেকে সারা দেশে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু [হ]যাচ্ছে। ৭টি বোর্ডের মোট ৫ লাখ ৭১ হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী এ[তে] অংশগ্রহণ করবে। দেশে এবার মোট ৯৪২টি পরীক্ষা কেন্দ্র।

গত বেশ কয়েক বছর ধরে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নক[ল ও] সহিংসতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন যে স্[কুল-] কলেজের পাসের হারের ওপর সরকারি অনুদানের ভাগ্য নির্ভর করে। ... নকলের অবাধ সুযোগ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সহজে পাসের সুযোগ দেও[য়ার] একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা থাকে স্কুল-কলেজের একশ্রেণীর শিক্ষক, প্রশাসন[ও] স্থানীয় রাজনীতিবিদদের। নকলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হলেই শুরু হয় সন্ত্রা[স ও] সহিংসতা। স্থানীয় রাজনীতিবিদরা নকল আর সহিংসতায় প্রশ্রয় দেয়। স্থা[নীয়] প্রশাসনও এদের ভয়ে তটস্থ থাকে। এবার নির্বাচনের বছর বলে কে[উ] পরীক্ষার্থী, অভিভাবক থেকে শুরু করে সব পক্ষই বাড়তি সুবিধা চা[ইবে] বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই রাজনীতিবিদরাও ইতিমধ্যে মাঠে ... পড়েছেন। এ জন্য এবার নকল ও সহিংসতার ঝুঁকিও বেড়ে গে[ছে।] অন্যদিকে নির্বাচনের বছর বলেই সরকারের চেষ্টা থাকবে পরীক্ষ[া] যথাসম্ভব সন্ত্রাস-গোলযোগ ও নকল থেকে মুক্ত রাখার। তাই এবার শি[ক্ষা] মন্ত্রণালয়ও উদ্বিগ্ন এবং তারা পরীক্ষার সময় বাড়তি সতর্কতামূলক ব্য[বস্থা] নিতে যাচ্ছে। স্পর্শকাতর নকলপ্রবণ কেন্দ্রগুলোকে চিহ্নিত করা হ[চ্ছে] এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, দুই সদস্যের ভিজিল্যান্স টিম, প্রতি ... সদরে একটি করে স্ট্যান্ডবাই কেন্দ্র রাখার মতো নানা ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

তবে এতো কিছুর পরও উদ্বেগ কমছে না। বোর্ড কর্মকর্তাদের ... প্রশাসন আন্তরিক হলেই বহিরাগত সমস্যাসহ নকল ও সহিংসতা ঠেক[ানো] সম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক চাপে যদি প্রশাসনকে কাজ করতে দেওয়া না [হয়] তাহলে আর কিছুই করার থাকে না। কাজেই স্থানীয় রাজনৈতিক ... মোকাবিলা করাটা নকল প্রতিরোধের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি স্কু[ল-] কলেজের সরকারি অনুদানের সঙ্গে ছাত্রছাত্রী পাসের হারকে সম্পৃ[ক্ত] করাটা ঠিক হয়েছে কিনা তাও নীতিনির্ধারকদের ভাবতে হবে।

তা ছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, নকলের অভিযোগে অভি[যুক্ত] পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলকারী, শিক্ষক বা কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয় তার কার্যকারিতা নিয়ে। উপযুক্ত ফলোআপের অভ[াবে] এসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় তেমন কোনো কাজ হয় না বা পরবর্তীক[ালে] আবার নকল হওয়া প্রতিরোধ করাও যায় না। নকলের বিরুদ্ধে প্রশাস[নিক] ব্যবস্থায় দুর্বলতা বা ফাঁকফোকর থাকলে তাতে কোনো কাজ হও[য়ার] সম্ভাবনা খুবই কম। নকল রোধে ব্যর্থতার জন্য কারো শাস্তি হয়েছে এ[মন] উদাহরণ সৃষ্টি না করতে পারলে নকল প্রতিরোধের আশা করা চলে না।

এবার আরেকটি এইচএসসি পরীক্ষা আসছে। এতে নকল ও সহিং[সতা] কতোখানি কার্যকরভাবে রোধ করা গেলো তার ওপর আমা[দের] শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করে। নকল প্রবণতা এ[খন] সর্বগ্রাসী আকার ধারণ করেছে। দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থেই সরকারকে [ক্ষুদ্র] স্বার্থ ভুলে এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে।